প্রথম আলো

তারিখ 24 JUL 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষকের পিটুনিতে ১৫ দিন ধরে ছাত্র নির্বাক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ফেনী ●

শিক্ষকের পিটুনিতে আহত হয়ে ১৫ দিন ধরে নির্বাক ফেনী সদর উপজেলার কালিদহ এস৷ সি উচ্চবিদ্যালয়ের মিরাজুল আলম (১৪) নামের সপ্তম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী। বর্তমানে সে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানতে চাইলে অভিযুক্ত শিক্ষক দব কুমার দাস *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রেণীকক্ষে দুষ্টামির জন্য তাকে মাত্র দু-তিনটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে। পরদিনও সে বিদ্যালয়ে আসে। তখনো অসুস্থ হয়নি।

মিরাজুলের চিকিৎসক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ঝুনু শামসুন নাহার গতকাল মঙ্গলবার *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন পর্যন্ত সে কথা বলছে না। ফলে আসলে কী হয়েছিল, তা জানা যাচ্ছে না। তবে তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন ও ভীতির ছাপ আছে। সে মানসিকভাবে অসুস্থ। দু-তিনটি বেত্রাঘাতে এমন অসুস্থতা হতে পারে কি না জানতে চাইলে ঝুনু শামসুন নাহার বলেন, কখনো কখনো একটি থাপড়েও এমন হতে পারে।

মিরাজুল আলম

> তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে। সে মানসিকভাবে অসুস্থ। কখনো-কখনো একটি থাপড়েও এমন হতে পারে
>
> **ঝুনু শামসুন নাহার**
> অধ্যাপক, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

পরিবারের অভিযোগ, ৮ জুলাই শ্রেণীকক্ষে দুষ্টামির অজুহাতে ওই শিক্ষক তাকে বেত দিয়ে বেধড়ক পেটান। একপর্যায়ে শিক্ষকের পায়ে ধরেও সে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে বলে বিদ্যালয়ের এক ছাত্র জানায়। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শিশুদের যেকোনো ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া অপরাধের শামিল।

মিরাজুলের মা লায়লা বেগম জানান, ওই দিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর ছেলের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয়। হঠাৎ করে খাওয়াদাওয়া ও কথাবার্তা বন্ধ করে দেয় এবং হাত-পা কুঁকড়ে ফেলে। ঘটনার এক দিন পর থেকে তার মধ্যে মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়।

মিরাজুলের বাবা মনসুর আলম অভিযোগ করেন, তাঁর ছেলে বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের শিক্ষক দব কুমার দাসের কাছে প্রাইভেট পড়ত। গত দুই মাসের বেতন বকেয়া পড়ে। এতে তিনি মনঃক্ষুণ্ন ছিলেন।

মনসুর আলম জানান, মিরাজুলকে প্রথমে পল্লি চিকিৎসকের ওষুধ খাওয়ানো হয়। অসুস্থতা আরও বেড়ে গেলে ১২ জুলাই তাকে ফেনী সদর হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাজীব বিশ্বাসকে দেখানো হয়। তিনি ঢাকায় চিকিৎসার পরামর্শ দেন। পরে ১৪ জুলাই তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগে ভর্তি করা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিন জানান, বিষয়টি তিনি ওই শিক্ষার্থীর বাবার মুখে শুনেছেন এবং ঢাকায় গিয়ে তাকে দেখেও এসেছেন। পরে খবর নিয়ে জানতে পারেন, শিক্ষক দব কুমার দাস শ্রেণীকক্ষে দুষ্টামির জন্য তাকে বেত দিয়ে দু-তিনটি আঘাত করেছেন। এতে সে এ ধরনের অসুস্থ হওয়ার কথা নয়।